بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

AHMADIYYA MUSLIM COMMUNITY
Press & Media Office

প্রেস বিজ্ঞপ্তি
১৬ সেপ্টেম্বর ২০২২

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধানের ঈমানোদ্দীপক ভাষণের মধ্য দিয়ে সমাপ্ত হলো মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার ইজতেমা

"এখন সময় সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার আন্দোলনে আপনাদের নেতৃত্ব প্রদান করার"
– হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)

১১ সেপ্টেম্বর ২০২২, এক ঈমানোদ্দীপক ভাষণের মধ্য দিয়ে মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া (আহমদীয়া মুসলিম পুরুষ যুব অঙ্গ-সংগঠন) যুক্তরাজ্যের জাতীয় ইজতেমা (বার্ষিক সম্মেলন) সমাপ্ত করেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধান ও পঞ্চম খলীফাতুল মসীহ্ হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)।

কিংস্‌লি-র ওল্ড পার্ক ফার্মে অনুষ্ঠিত তিন দিনের এ আয়োজনে ৫৭০০ এর অধিক যুবক ও বালক যোগদান করেন।

রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথের মৃত্যুতে, হুযূর আকদাসের নির্দেশনা অনুযায়ী সম্মান প্রদর্শনের চিহ্নস্বরূপ ইজতেমায় খেলাধুলাসহ কিছু কর্মকাণ্ড গুটিয়ে নেওয়া হয়।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) তাঁর সমাপনী ভাষণে প্রয়াত রানীর জীবন ও সেবার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে বলেন:

"রানী দীর্ঘকাল আমাদের রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেন এবং তিনি সত্তর বছরেরও বেশি সময় ধরে অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণভাবে ও ন্যায়বিচারের সঙ্গে এ দেশের নেতৃত্ব প্রদান করেছেন। তাঁর শাসনামলে যুক্তরাজ্য বিশ্বে ধর্মীয় স্বাধীনতার এক আলোকবর্তিকা হিসেবে বিদ্যমান থেকেছে। প্রকৃতপক্ষে, রানী নিজেই অনেক উপলক্ষে সত্যিকারের ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতির পক্ষে কথা বলেছেন। সুতরাং, আমরা এমন একজন সদয় রানীর অধীনে বসবাস করতে পেরে কৃতজ্ঞ।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরও বলেন:

"আহমদী মুসলমান হিসেবে আমাদের বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত যে, চতুর্থ খলীফাতুল মসীহ্ (রাহে.)-র যুক্তরাজ্যে হিজরতের পর রানী এলিযাবেথের শাসনামলে আমাদের জামা'তের আন্তর্জাতিক সদর দপ্তর (মরকয) প্রতিষ্ঠা এবং স্বাধীনভাবে আমাদের ধর্ম পালন ও প্রচারের সুযোগ দেওয়া হয়েছে। এ দিক থেকে, আমরা সর্বদা রানী এলিযাবেথ, ব্রিটিশ সরকার ও এই দেশের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবো। এছাড়া, আমরা দোয়া করি যেন আমাদের নতুন রাষ্ট্রপ্রধান, রাজা ৩য় চার্লস, সকল মানুষের জন্য ধর্মীয় স্বাধীনতা ও ন্যায়বিচার সুনিশ্চিত করার ধারা এ জাতির এক অনন্য বৈশিষ্ট্য হিসেবে বজায় রাখেন, আর, এখানে মানুষের অধিকার যেন সর্বদা নিশ্চিত করা হয়।"

হুযূর আকদাস এরপর বেশ কিছু মৌলিক নৈতিক গুণাবলী নিয়ে আলোচনা করেন যেগুলো মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার সদস্যদের অবলম্বন করা উচিত।

হুযূর আকদাস তাঁর বক্তৃতা জুড়ে নিজেকে যেকোনো ধরনের মিথ্যা থেকে বাঁচানো ও সর্বদা সত্যবাদিতাকে আঁকড়ে ধরে থাকার প্রয়োজনীয়তার প্রতি গুরুত্বারোপ করেন।

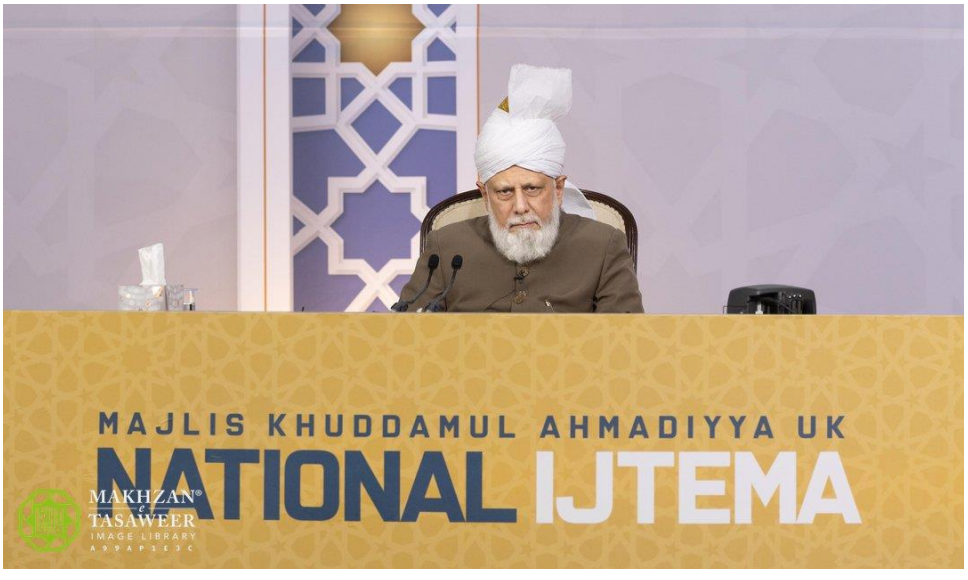

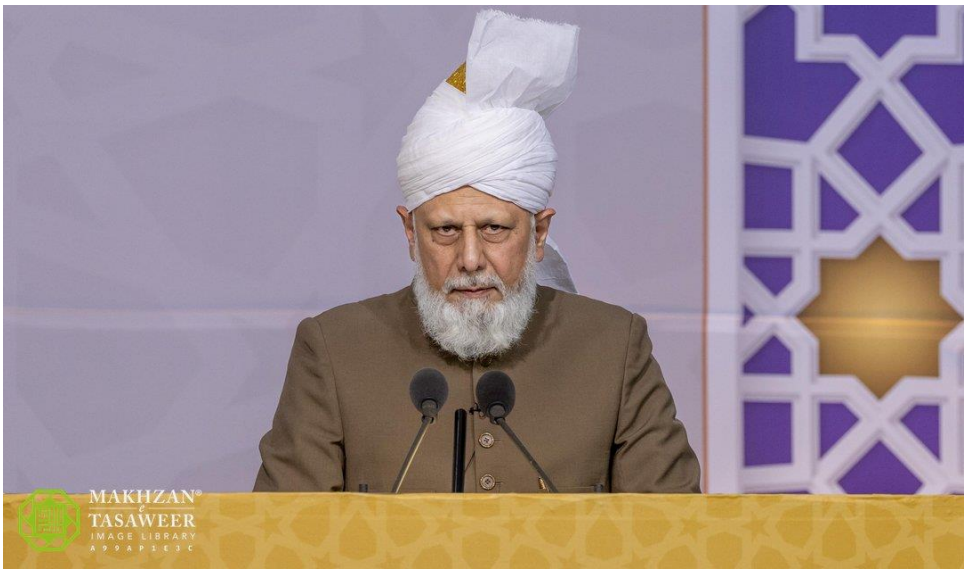

হুযূর আকদাস দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত আল্লাহ্ তা'লার ইবাদতের উদ্দেশ্যে নামায বা সালাত আদায়ের অসাধারণ তাৎপর্য সম্পর্কেও কথা বলেন।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"যারাই নিজেদের মুসলিম বলে দাবি করে থাকেন, তাদের অবশ্যই নিজ ইবাদতের সুরক্ষার দিকে বিশেষ মনোযোগ নিবদ্ধ করতে হবে — যা এই দাবি করে যে, তারা যেন সর্বোচ্চ নিষ্ঠার সঙ্গে নামায আদায়ের ক্ষেত্রে নিয়মিত এবং সময়নিষ্ঠ হন। আল্লাহ্ তা'লা এজন্যই নামাযকে আবশ্যকীয় করেছেন; কারণ, এটি ছাড়া একজন মানুষ আধ্যাত্মিকভাবে জীবিত থাকতে পারে না। অপর কথায়, সালাত অত্যাবশ্যকীয় এবং একজন ব্যক্তির ঈমান এবং আধ্যাত্মিকতা এটি ছাড়া টিকে থাকতে পারে না।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরও বলেন:

"তাই, কারো জন্য যেমন বায়ু, খাবার এবং পানির চাহিদা চিরন্তন, একইভাবে যদি কেউ আধ্যাত্মিকভাবে জীবিত থাকতে চান, তাকে অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে, তিনি যেন ক্রমাগত সালাত আদায়ের মাধ্যমে তার আত্মার পুষ্টি সাধন করেন। অতএব, সারা জীবনে নামায আপনার এমন এক সঙ্গী হওয়া উচিত যা কখনোই আপনি ছাড়বেন না।"

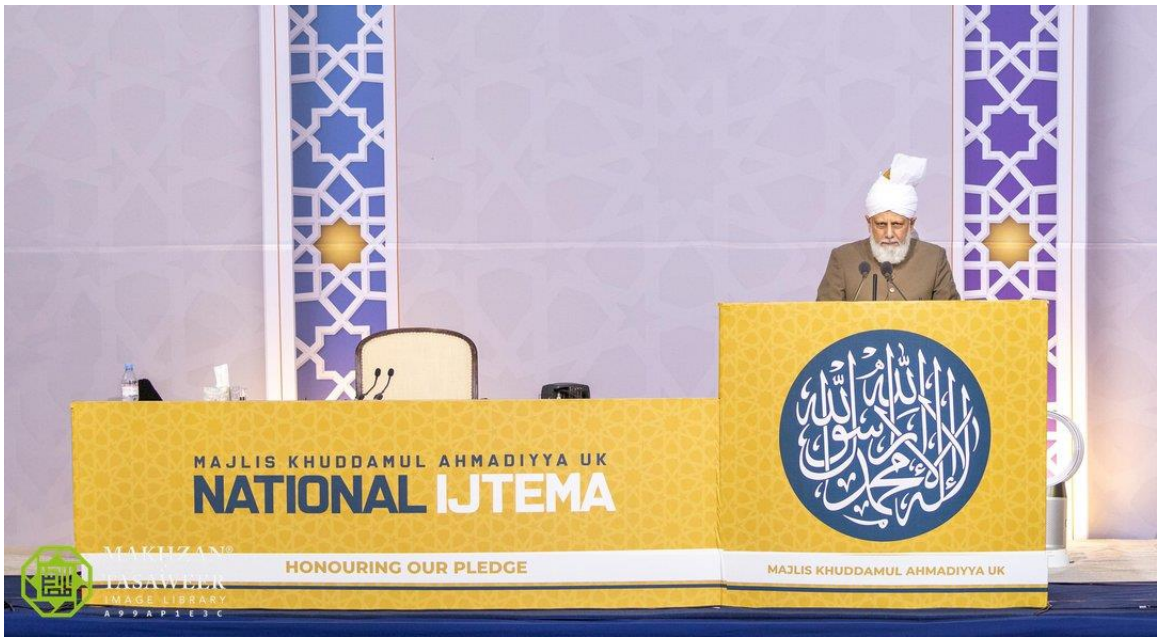

সালাতের উপকারিতার বিষয়ে হুযূর আকদাস পবিত্র কুরআনের সূরা আনকাবূত-২৯:৪৬ আয়াতের কথা উল্লেখ করেন, যেখানে বলা হয়েছে:

“নামায কায়েম করো। নিশ্চয় নামায মানুষকে মন্দ কাজ ও অশ্লীলতা থেকে দূরে রাখে এবং আল্লাহ্ তা’লার স্মরণই সবচেয়ে বড় (পুণ্য)।”

আয়াতটির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে. হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

“এই আয়াতে আল্লাহ্ তা’লা মুসলমানদেরকে ‘নামায় কায়েম’ করতে আদেশ প্রদান করছেন এবং ঘোষণা করছেন যে, নামায অনৈতিকতা, অশ্লীলতা এবং তাঁর অপছন্দীয় সকল কাজ থেকে একজন ব্যক্তিকে রক্ষা করার উপায়স্বরূপ। অতএব, নৈতিক জীবনযাপন এবং পাপ থেকে মুক্তির জন্য আমাদেরকে অবশ্যই পাঁচ ওয়াক্ত নামায নির্ধারিত সময়ে পূর্ণ নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গে আদায় করতে হবে। ‘নামায কায়েম’ করার অর্থ হল নামাযে নিয়মিত হওয়া, পূর্ণ মনোযোগের সঙ্গে এবং আল্লাহ্ তা’লার নিকট নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের অবস্থায় এটি আদায় করা।”

হুযূর আকদাস বলেন যে, সমাজে বিদ্যমান পাপসমূহের মধ্যে মিথ্যা হল **“অতি গুরুতর পাপ এবং এটি ব্যক্তি ও বিস্তৃত সমাজ উভয়ের জন্যই ক্ষতিকর।”**

হুযূর আকদাস মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর একটি হাদীস বর্ণনা করেন যা একজন মুনাফিকের চারটি লক্ষণ তুলে ধরে।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেন:

“চারটি লক্ষণ একজনকে সত্যিকার মুনাফিক করে তোলে এবং যার মাঝেই এগুলোর একটি লক্ষণ বিদ্যমান থাকে সে মুনাফিকের বৈশিষ্ট্য লালন করে, যতক্ষণ না সে উক্ত বৈশিষ্ট্য পরিত্যাগ করে। এগুলো হলো: সে কথা বললে মিথ্যা বলে, সে চুক্তি করলে বিশ্বাসঘাতকতা করে, সে প্রতিশ্রুতি দিলে তা ভঙ্গ করে এবং বিতর্ক করার সময় বাজে ভাষা ব্যবহার করে।”

হুযূর আকদাস হাদীসের চারটি দিক ব্যাখ্যা করেন এবং এর মাঝে কোনোটির শিকার না হওয়ার বিষয়ে সতর্ক করেন।

কৃত অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ না করার গুরুত্ব সম্পর্কে বলতে গিয়ে, হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

“দুঃখের বিষয় হলো, ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, ঘোষণা বা চুক্তি করার পর তা থেকে পিছিয়ে আসা অবিশ্বাস্য রকমের মামুলি বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইসলামের দৃষ্টিতে প্রতিশ্রুতি বা অঙ্গীকার কত বড় তা অপ্রাসঙ্গিক।

কোন অঙ্গীকার খুব ছোট বা ক্ষুদ্র পরিসরের হলেও, সেই ব্যক্তির দায়িত্ব হলো প্রতিশ্রুতির শর্ত অনুসারে তা পূর্ণ করা। অন্যথায়, হাদীস অনুসারে সে মুনাফিকদের অন্তর্ভুক্ত হবে।"

চারটি বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে, হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"আপনারা কখনোই আপনাদের কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করবেন না; আর অন্যদের সঙ্গে আচরণে মন্দ ভাষা ব্যবহার করবেন না, যথাযথ শিষ্টাচার থেকে বিচ্যুত হবেন না। এইগুলো সেই সকল আবশ্যকীয় উপকরণ ও বৈশিষ্ট্য সৎকর্মপরায়ণ মানুষের এক সৌহার্দ্যপূর্ণ ও সহিষ্ণু সমাজ গঠনে যেগুলোর মৌলিক ভূমিকা রয়েছে। যদি আপনারা এভাবে জীবনযাপন করেন, আপনারা সেই সব ব্যক্তির অন্তর্ভুক্ত হবেন যারা আল্লাহ্ তা'লার সাথে নিজ ইবাদতের মাধ্যমে এক প্রকৃত ও স্থায়ী বন্ধন গড়ে তোলার পাশাপাশি, সমাজে সত্যকে বিস্তার দানকারী এবং মানবতার জন্য আলোর এক উৎসে পরিণত হবেন।"

হুযূর আকদাস ভাল সঙ্গ রাখার গুরুত্বের প্রতিও জোর প্রদান করেন।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"আপনার সঙ্গ যদি খারাপ থাকে তাহলে আপনি সত্য অবলম্বন, দয়া প্রদর্শনের পরিবর্তে খারাপ অভ্যাস রপ্ত করবেন; যেমন, মিথ্যা কথা বলা, অযথা ঝগড়া করা, এমনকি মারামারি করা। সুতরাং, কম বয়সী খোদ্দাম ও আতফালদের অবশ্যই তাদের সঙ্গ নির্বাচনের ক্ষেত্রে সচেতন হতে হবে। তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করুন যারা আন্তরিক, সৎ এবং অনৈতিক বা বিবেকহীন কাজে জড়িত নয়।"

হুযূর আকদাস মিথ্যা বলার পাপ এড়ানোর গুরুত্ব সম্পর্কে প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-এর উদ্ধৃতি উল্লেখ করেন।

হুযূর আকদাস বুঝিয়ে বলেন যে, মিথ্যা বলা এমন একটি পাপ যা মূর্তিপূজার অনুরূপ। কারণ, যখন কেউ মিথ্যা কথা বলে তখন সে মনে করে, এই মিথ্যা তাকে বাঁচাতে পারে; অথচ, আল্লাহ্ তা'লা সকল আশ্রয়ের উৎস।

হুযুর আকদাস প্রতিশ্রুত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর উদ্ধৃতি উল্লেখ করেন যেখানে তিনি (আ.) বলেছেন:

"এটি বড় পরিতাপের বিষয় যে, এই সকল দুষ্ট লোকেরা আল্লাহ্ তা'লাকে তাঁর প্রকৃত মর্যাদা প্রদান করে না। তারা জানে না আল্লাহ্ তা'লার দয়া ও অনুগ্রহ ব্যতীত কেউ বেঁচে থাকতে পারে না। তবুও তারা তাদের মিথ্যার নোংরামিকে তাদের খোদা এবং তাদের সমস্যা দূরীকরণের মাধ্যম মনে করে।"

নিজেদের দৃষ্টান্তের মাধ্যমে বিশ্বকে নেতৃত্ব প্রদানের ক্ষেত্রে যুবকদের উৎসাহিত করতে গিয়ে, হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"বর্তমানে আহমদী মুসলমান যুবকদের দায়িত্ব যে, সকল ধরনের মিথ্যা ও প্রতারণার বিরুদ্ধে এক অভিযান ও আন্দোলনে নেতৃত্ব প্রদান করা। আর তাদেরকে অবশ্যই নিজ দৃষ্টান্ত উপস্থাপনের মাধ্যমে নেতৃত্ব প্রদান করতে হবে। প্রত্যেক খাদেম ও তিফলের উচিত অঙ্গীকার করা যে, তারা কখনো মিথ্যা কথা বলবে না। কারণ, মিথ্যা শির্কের বা আল্লাহ্ তা'লার সাথে অংশীবাদিতার সমতুল্য।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরও বলেন:

"এটি পরিষ্কার যে, যারা মিথ্যার আশ্রয় নেয়, তাদের আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য প্রত্যাশা করা উচিত নয়। কেননা, তিনি তাদের প্রার্থনা গ্রহণ করবেন না। আমি যেমনটি বলেছি, এখন প্রত্যেক খাদেম ও তিফলের অঙ্গীকার করার সময় যে, তারা কখনো মিথ্যার বশবর্তী হবে না। এখন সময় সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার আন্দোলনে আপনাদের নেতৃত্ব প্রদান করার এবং তাদের মাঝে অর্ন্তভুক্ত হওয়ার যারা আল্লাহ্ তা'লার ইবাদত সর্বোত্তম উপায়ে করে এবং যাদের নৈতিকতার মান সর্বোচ্চ পর্যায়ের ... নিশ্চিত করুন যে, আপনারা কখনো মিথ্যা কথা বলেন না কিংবা সত্য থেকে এক ইঞ্চি পরিমাণও বিচ্যুত হন না। কেবল যদি আমরা এমন নৈতিক মানে উপনীত হতে পারি যা কপটতার শৃঙ্খল থেকে আমাদের মুক্ত করে তবেই আমরা ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রাধান্য দেওয়ার অঙ্গীকারের দাবি পূরণ করতে পারবো।"

হুযূর আকদাস তাঁর বক্তৃতার সময় পবিত্র কুরআনের সূরা বনী ইসরাঈল-১৭:৩৫ আয়াত উদ্ধৃত করেন যেখানে বলা হয়েছে:

"এবং তোমরা (নিজেদের) অঙ্গীকার পূর্ণ করো, কেননা অঙ্গীকার সম্পর্কে তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, প্রত্যেক ব্যক্তি তার প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকারের জন্য দায়বদ্ধ থাকবে। সুতরাং, এই ভ্রান্তির মধ্যে থাকবেন না যে, এখানে দাঁড়িয়ে থাকা ও খোদ্দামুল আহমদীয়ার আহাদনামার শব্দগুলোর পুনরাবৃত্তি করাই যথেষ্ট; বরং আপনাদের উচিত পুরো বিশ্ব ও যুগ-খলীফার সামনে খোলাখুলিভাবে আপনারা যে অঙ্গীকার করছেন এর তাৎপর্য অনুধাবন করা। আপনাদের অবশ্যই প্রতিটি দিনের প্রতিটি মিনিট এই অঙ্গীকার পূর্ণ করার জন্য

সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে, এটি জেনে যে, একদিন আল্লাহ্ তা'লার নিকট আপনারা দায়বদ্ধ থাকবেন যে, আপনারা সকলের সামনে ঘোষণা করেছিলেন যে, অন্যান্য সকল কিছুর ওপর ধর্মকে প্রাধান্য দান করবেন। আর যুগ-খলীফার এবং প্রতিশ্রুত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামা'তের সঙ্গে পূর্ণ বিশ্বস্ততার অঙ্গীকারের বিষয়েও তিনি আপনাদের হিসাব গ্রহণ করবেন।"

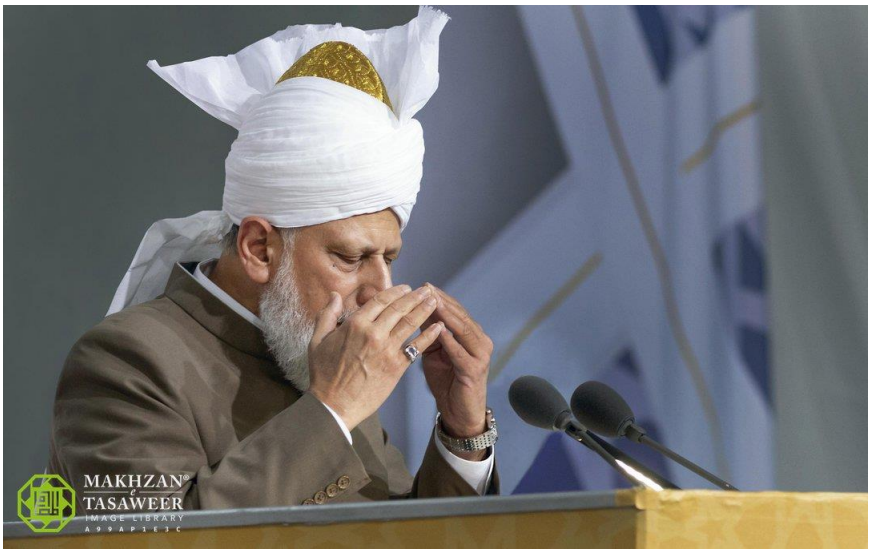

তাঁর বক্তব্যের শেষ পর্যায়ে, হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) খোদ্দাম ও আতফালের জন্য দোয়া করেন এবং বলেন:

"ইসলামের মহানবী (সা.) এবং প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-এর শিক্ষার পতাকা পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্তে পৌঁছানোর আন্তরিক আকাঙ্ক্ষায় এবং প্রবল বাসনায় আপনাদের হৃদয় পূর্ণ থাকুক। আপনারা এমন হোন যাদের জিহ্বা পবিত্র, আর আপনাদের আচরণ সর্বোচ্চ মানের হোক যেন আপনারা বাকি মানবজাতির সামনে সততা, আন্তরিকতা ও নৈতিকতা শেখার জন্য মহান দৃষ্টান্ত হতে পারেন। নিশ্চিতভাবে, যদি এবং যখন আপনারা এমন মার্গে উপনীত হতে পারবেন তখন আপনারা সমাজে নৈতিক বিপ্লব আনয়ন করবেন। আপনারা সেসকল মানুষে পরিণত হবেন, যারা সত্যের এক চিরন্তন লণ্ঠন ঊর্ধ্বে তুলে ধরে বিশ্বকে আলোকিত করবেন এবং অন্ধকার দূরীভূত করবেন।"

ভাষণের শেষে, হুযূর আকদাস মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার উদ্দেশে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) এর ঐতিহাসিক ভাষণসমূহের সংকলন মাশআলে রাহ-এর ১ম খণ্ডের প্রথম অর্ধাংশের ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হওয়ার ঘোষণা করেন।

হুযূর আকদাস মোবাইল অ্যাপ 'সালাত হাব'-এরও উদ্বোধন ঘোষণা করেন। এই অ্যাপটি ব্যবহারকারীদের সালাত শিখতে সহায়ক হবে।